2376

মোকাম মঠবাড়ীয়া বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

সি আর কেস নং-৭৬৩/২০২৪

ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৩৭৯/৫০৬(২)/১১৪ দঃ বিঃ।

ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ ২৮/০৯/২০২৪ইং তারিখ ৯.০০ ঘটিকা হইতে ৩০/০৯/২০২৪ইং তারিখ পর্যন্ত।

বাদীঃ

মোঃ রুস্তম আলী শরীফ (৬৪), পিতা- মৃত আঃ বারেক শরীফ।
সাং- দক্ষিন সোনাখালী, উপজেলা- মঠবাড়ীয়া, জেলা- পিরোজপুর।
মোবাঃ ০১৭৯৯২০৭০৭০।

আসামীঃ

১) মোঃ শহিদুল ইসলাম (৫৪), পিতা- মৃত আঃ খালেক হাওলাদার।
২) মোঃ আলতাফ হোসেন (৫০), পিতা- মৃত আঃ হামান হাং।
৩) মোঃ এমাদুল হক হাং (৪২), পিতা- মৃত আঃ মালেক হাং।
৪) মোঃ ইউসুফ দফাদার (৫৫), পিতা-মৃত হাসেম দফাদার।
৫) মোঃ ইউসুফ (৩০), পিতা- মোঃ আঃ রব।
৬) [illegible] মালাকার (৫০), পিতা- মৃত [illegible] মালাকার।
৭) মোঃ মহিবুল (৩৫), পিতা- মোঃ নুরুল ইসলাম হাং।
সর্ব সাং- দক্ষিন সোনাখালী, থানা- মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর।
সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১৫ জন লোক ছিল।

সাক্ষীঃ

১) মোসাঃ কুলসুম বেগম, স্বামী- মোঃ রুস্তম আলী শরীফ।
২) মোসাঃ মাসুমা বেগম, স্বামী- মোঃ শামীম।
৩) মোঃ সোলায়মান হাং, পিতা- ইউসুফ হাং।
৪) মোঃ আঃ মালেক, পিতা- আঃ মজিদ ফরাজী।
৫) নুর মোহাম্মদ, পিতা- মৃত কবির দফাদার।
সর্ব সাং-দক্ষিন সোনাখালী, থানা- মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর।
সহ আরও বহু সাক্ষী আছে।

নিবেদন এই যে, আসামীরা পরস্পর আত্মীয় এবং একই দলীয় লোক হইতেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা লুট, ছিনতাই অপরের গাছপালা জোর পূর্বক কাটিয়া নেওয়া ও পেশা।

2376

মোকাম মঠবাড়ীয়া বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

পি আর কেস নং-৭৬৩/২০২৪

ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৩৭৯/৫০৬(২)/১১৪ দঃ বিঃ।

ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ ২৮/০৯/২০২৪ইং তারিখ ৯.০০ ঘটিকা হইতে ৩০/০৯/২০২৪ইং তারিখ পর্যন্ত।

বাদীঃ

মোঃ রুস্তম আলী শরীফ (৬৪), পিতা- মৃত আঃ বারেক শরীফ।
সাং- দক্ষিন সোনাখালী, উপজেলা- মঠবাড়ীয়া, জেলা- পিরোজপুর।
মোবাঃ ০১৭৯৯২০৭০৭০।

আসামীঃ

১) মোঃ শহিদুল ইসলাম (৫৪), পিতা- মৃত আঃ খালেক হাওলাদার।
২) মোঃ আলতাফ হোসেন (৫০), পিতা- মৃত আঃ ছামাদ হাং।
৩) মোঃ এমাদুল হক হাং (৪২), পিতা- মৃত আঃ মালেক হাং।
৪) মোঃ ইউসুফ দফাদার (৫৫), পিতা-মৃত হাসেম দফাদার।
৫) মোঃ ইউসুফ (৩০), পিতা- মোঃ আঃ রব।
৬) [illegible] মালাকার (৫০), পিতা- মৃত [illegible] মালাকার।
৭) মোঃ মহিবুল (৩৫), পিতা- মোঃ নুরুল ইসলাম হাং।
সর্ব সাং- দক্ষিন সোনাখালী, থানা- মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর।
সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১৫ জন লোক ছিল।

সাক্ষীঃ

১) মোসাঃ কুলসুম বেগম, স্বামী- মোঃ রুস্তম আলী শরীফ।
২) মোসাঃ মাসুমা বেগম, স্বামী- মোঃ শামীম।
৩) মোঃ সোলায়মান হাং, পিতা- ইউসুফ হাং।
৪) মোঃ আঃ মালেক, পিতা- আঃ মজিদ ফরাজী।
৫) নুর মোহাম্মদ, পিতা- মৃত কবির দফাদার।
সর্ব সাং-দক্ষিন সোনাখালী, থানা- মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর।
সহ আরও বহু সাক্ষী আছে।

নিবেদন এই যে, আসামীরা পরস্পর আত্মীয় এবং একই দলীয় লোক হইতেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা লুট, ছিনতাই অপরের গাছপালা জোর পূর্বক কাটিয়া নেওয়া ও পেশা।

ঘটনার প্রকৃত বিবরণ এই যে, নিম্ন পরিচয়ের সম্পত্তি আমার স্ত্রী ১নং সাক্ষী রেকর্ড সূত্রে ও ওয়ারিশ সূত্রে মালিক দখিলকার থাকিয়া ভোগ দখলে বিদ্যমান আছি। আসামীরা ও আমি একই এলাকায় পাশাপাশি বসবাস করি। আসামীরা দলেবলে বলিয়ান বিধায় আমাদের নিম্ন পরিচয়ের সম্পত্তি জবর দখলের পায়তারা করে এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকে। অতঃপর ঘটনার তারিখ ও সময় আসামীরা পরস্পর যোগাযোগে অজ্ঞাত নামা ১০/১৫ জন লোক নিয়া দাও, কুঠার, করাত, রশি, শাবল, লাঠি সহ মারাত্মক প্রান নাশক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিম্ন পরিচয়ের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আমার সৃজিত ও রোপিত গাছ কাটিতে শুরু করে। আমি উক্ত বিষয় দেখিতে পাইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া আসামীদের বাধা নিষেধ করিলে আসামীরা আমাকে অস্ত্রের মুখে হুমকি প্রদর্শন করিয়া পিছু হটাইয়া দিয়া গাছ কাটিতে থাকে। আমার ডাক চিৎকারে আরও কতক সাক্ষীরা ঘটনাস্থলে এসে ঘটনা দেখে এবং আসামীদের বাধা বারণ করে। কিন্তু আসামীরা সাক্ষীদের বাধা বারণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদেরকে অস্ত্রের মুখে মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শন করিয়া গাছ কাটিতে থাকে। অতঃপর আমি উক্ত বিষয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মঠবাড়ীয়া কে জানাই। তিনি আসামীদেরকে গাছ কাটিতে নিষেধ করিলেও তাহারা তাহার নিষেধ অমান্য করে। আসামীরা সহ অজ্ঞাতনামা আসামীরা আমার নিম্ন পরিচয়ের সম্পত্তির মধ্য হইতে নিম্ন পরিচয়ের অনুমান ৬০টি রেন্ট্রি গাছ কাটিয়া নিয়াছে, যাহার মূল্য ১,৮০,০০০/- টাকা এবং আরও কিছু গাছ কাটিয়া ফালাইয়া রাখিয়াছে। আমি উক্ত বিষয় মঠবাড়িয়া থানায় অভিযোগ করিলে থানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পড়িয়া থাকা কিছু গাছ জব্দ করে। আমি উক্ত বিষয় সাংবাদিকদের জানাইলে তাহারাও সরেজমিনে যায় এবং কিছু পত্রিকায় উক্ত বিষয় প্রকাশিত হয়। আমি উক্ত কার্যক্রম করিয়া সামান্য বিলম্বে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিলাম।

কারণ এই যে, আসামীরা নিম্ন পরিচয়ের সম্পত্তির মধ্য হইতে গাছ কাটিয়া নিয়া উপরোক্ত ধারায় জঘন্যতম অপরাধের কার্য্য করিয়াছে।

সে মতে প্রার্থনা, বিজ্ঞ আদালত দয়া প্রকাশে প্রোক্ত বিষয় বিবেচনা করতঃ প্রোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানার জারীর আদেশ দানে সু-বিচার করিতে মর্জি হয়।

জমির পরিচয়ঃ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া থানার জে এল ৫২ দক্ষিন সোনাখালী মৌজার এস এ ১০৫/১০৬নং খতিয়ানের হাল ৩৮/২৬২/$\frac{৩৮}{৪০৯}$ নং দাগের মধ্যে সম্পত্তি।

গাছের পরিচয়ঃ ১। মাজারী সাইজের ৬০টি রেন্ট্রি গাছ, যাহার মূল্য ১,৮০,০০০/- টাকা আসামীরা নিয়া গিয়াছে এবং কিছু কাটা গাছ ঘটনাস্থলে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইতি তাং-০৬/১০/২০২৪ইং।